ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়েছেন !

নেতাকর্মীদের বিপদের মুখে রেখে সদ্য সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। এমনকি পালিয়ে যাওয়ার আগে কারোর সাথে যোগাযোগ করেননি বলে বিভিন্ন জন অভিযোগ করেছেন। তবে অভিযোগকারীরা এখনই নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনা পদত্যাগের কিছুক্ষণ আগে বা পরে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন। তার একদিন আগে তার স্ত্রী মোনালিসা খাতুন ও দুই সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রটি জানায়। তবে এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে তাঁর ফোনে ফোন করা হলে ফোনে পাওয়া যায়নি। পরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ফোন করা হলেও তাদেরও পাওয়া যায়নি। এদিকে, গত সোমবার এই মন্ত্রীর মেহেরপুরস্থ বাসভবনে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। একই সঙ্গে তার ভাই এর মার্কেটসহ জেলা আওয়ামী লীগের অফিস ও নেতাকর্মীদের বাসভভন ও অফিস ভাংচুর করে বিক্ষুব্ধরা।

জানা গেছে, ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উড়ে এসে জুড়ে বসার মত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে একতরফা নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের কোন পদে না থাকলেও এমপি হওয়ার সুবাদে ২০১৫ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে নেন। এর পর থেকে শুরু হয় ভিন্ন মতের নেতাদের নির্যাতন। নানাভাবে নিজ দলীয় নেতাদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করে তাদের দুরে সরিয়ে রাখেন। কমিটিতে পদ দেন হাইব্রিড নেতাদের । যাদের মধ্যে এমন অনেক নেতা ছিলেন যারা কখনো আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেননি। ত্যাগী নেতারা কেন্দ্রে নানা ভাবে অভিযোগ দিয়েও কেন্দ্র কোন কর্ণপাত করেনি। পরবর্তিতে ২০১৮ সালে তাকে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের বহু নেতা সমাবেশ করে। তারপরও কেন্দ্র তাকেই মনোনয়ন দেন। বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। এবার এমপির পাশাপাশি তার মুকটে লাগে প্রতিমন্ত্রীর পালক । করা হয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। মাত্র তিন বছরের নেতা থেকে হয়ে যান প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যেন আর মাটিতেই পা দেন না।

পরবর্তি ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও মনোনয়ন পান ফরহাদ হোসেন। নিজ দলের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে নির্বাচত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর মুকুটে যুক্ত হয় আরও বড় পালক। করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী। মন্ত্রী হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের ট্রাক ভোটে করার অপরাধে নানা ভাবে হামলা মামলায় জর্জরিত করেন।

একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষক থেকে গত ১০ বছরে এমপি ও মন্ত্রী হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনরাও কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। অথচ ১০ বছর আগে তার ভাই-স্বজনদের সংসার চলতো না বলে লোকমুখে শুনা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর প্রতিদিনে নানা অভিযোগ ও তার সহায় সম্পত্তির হিসাবের তথ্য আসতে শুরু করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

ফরহাদ হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী করায় মেহেরপুরে আনন্দ র্যালি

মেহেরপুর-১ আসনে ফরহাদ হোসেন এমপি কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ র্যালি করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

আজ শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুরের শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে মেহেরপুরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষীন শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন

পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আনন্দ র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, মেহেরপুর সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, কুতুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদক বাবুল আক্তার, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সহ মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ছাত্রলীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন নবগঠিত মন্ত্রিসভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল করেছে নেতা-কর্মীরা।

গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরদিন শুক্রবার (১২জানুয়ারি) উপজেলার বিভিন্ন প্রান্ত আসা নেতা-কর্মীরা কেদারগন্জ বাজারে জমায়েত হয়।

বিকাল ৫টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার নেতৃত্বে আনন্দ র্যালীটি মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

এসময় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগনও মিছিলে অংশ নেয়।এ সময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব, সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, জেলা পরিষদের সদস্য আজিমুল বারি মুকুল, উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন,সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দীন লাভলু সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার এর সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, সরকারের গত মেয়াদে ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। নতুন সরকারে এসে তাকে পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ফরহাদ হোসেনসহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকা প্রতিক নিয়ে টানা তৃতীয়বার মেহেরপুর ১ আসন থেকে জয়লাভ করেন। ফরহাদ হোসেনের পিতা মোহাম্মদ সহিউদ্দিন বিশ্বাস (১৯২৩-২১ মার্চ ১৯৯০) বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনি ২০২২ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী হলেন ফরহাদ

হোসেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের জন্য ৩৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ফরহাদ হোসেন বিএল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

তৃতীয় বারের মত এমপি হলেন ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৩য় বারের মত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতিক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। নৌকা প্রতিক নিয়ে ৯৪৩০৩

ভোট পেয়ে বে-সরকারি ভাবে বিজয়ী হন তিনি।

আজ রবিবার রাত আটটার দিকে বেসরকারি ভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষনা করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফরহাদ হোসেনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান ট্রাক প্রতিক নিয়ে ৫৭৬৯২ ভোট পেয়ে পরাজিত হন।

সকাল ৮ থেকে ভোট গ্রহন শুরু হয়ে বিরতীহিন ভাবে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে এই ভোট গ্রহন। মেহেরপুর ১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন।

এদিকে, বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েছে ফরহাদ হোসেনের সমর্থকরা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমাই হোসেনের বাসভবনের সামনে। ফলাফল ঘোষণার পরে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাকে।

এর আগে ২০১৪ সালে এবং ২০১৮ সালে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান।

মেহেরপুর ১ আসনে নৌকা প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী মিছিল

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ৪ জানুয়ারি রাতে শহরের শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে থেকে মিছিলটি বের হয়ে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও নৗকার প্রার্থী

ফরহাদ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষায়ক সম্পাদক অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামান, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ছাত্রলীগসহ বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও নারী কর্মীরা এই মিছিলে অংশ নেয়।

মেহেরপুর-১ আসনে নৌকা প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের নৌকা প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বুড়িপোতা ইউনিয়নে পথসভা করেছে।

শুক্রবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাধাকান্তপুর গ্রামে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত নৌকা প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।
এছাড়াও এসময় জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহিম শাহিন,আইন বিষয়ক সম্পাদক ও বিজ্ঞ পিপি অ্যাড.পল্লব ভট্টচার্য, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান শাহজাহান, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোঃ আনিছুর রহমান,৭ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন

(ভনা) প্রমুখ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আচরণবিধি লঙ্ঙ্ঘনের অভিযোগে

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে

শোকজ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ রবিবার মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ও নির্বাচন অনসন্ধান কমিটির মেহেরপুর-১ আসনের চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজন নোটিশে বলা হয়েছে, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী গত ৯ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার শোলমারীরস্থ বাসভবনের সামনে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারি গাড়ি যোগে এবং পুলিশ প্রটৌকল সহকারে জসভায় উপস্থিত হন। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১২ ও ১৪ (২) এর লঙ্ঘন।

আগামী ১২ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টার সময় জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ে প্রার্থী স্বশরীরে অথবা মনোনিত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হলো।

মেহেরপুরে নৌকা প্রার্থী

ফরহাদ হোসেনের মনোনয়ন দাখিল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ আসনে নৌকা প্রার্থী ফরহাদ হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রিটারিং অফিসার শামীম হাসানের হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, মোঃ শাহ্ জামান,মোঃ সেলিম রেজা, রওশন আলী টোকন,মোঃ আয়ুব হোসেন, মতিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-১ আ.লীগের প্রার্থী ফরহাদ হোসেন, মেহেরপুর-২ এ নাজমুল হক সাগর

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৩য় বারেরমত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান সাংসদ ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে নতুন মুখ হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন এ এস এম নাজমুল হক সাগর।

রবিবার বিকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ধানমণ্ডিস্থ কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশের সময় এ দুটি আসনে তাদের নাম ঘোষণা করেন।

ফরহাদ হোসেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং এ এস এম

নাজমুল হক সাগর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছিলেন ১৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ১৫ জন মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেছিলেন।